নাজীমউদ্দিন মোস্তান

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চাওয়ামাত্র টেলিফোনে বা ই-মেইলে যে কোন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ী-বিজ্ঞানী-চিকিৎসক-শিক্ষক-ছাত্র-গৃহিণী সবাইকে চাহিদা মাফিক তথ্য সরবরাহের জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে উঠছে বিপুল সব তথ্যভাণ্ডার। অর্থলাভ ও গুরুত্বের দিক দিয়ে যা স্বর্ণ খনির চেয়েও মূল্যবান কিন্তু .....

১২,০০০ ডাটাবেস গড়ে উঠেছে বিশ্বে
এ ঐশ্বর্যের সৌভাগ্যে বঞ্চিত বাংলাদেশ

তথ্য হচ্ছে অর্থ। তথ্যভাণ্ডার হচ্ছে অফুরাণ সম্পদের উৎস যেন স্বর্ণখনি। ভারত হতে শুরু করে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার চেম্বার অজস্র মেধাবী প্রতিষ্ঠান, তথ্যভাণ্ডার গড়তে ও তার বিপণনে নেমেছে। পণ্য দর, জ্বালানী দর, শেয়ারপত্রের দর, চাহিদার খবর ও সংবাদের তথ্যভাণ্ডার বা ডাটাবেস গড়েছে রয়টারসহ বহু প্রতিষ্ঠান। ভারতের চেম্বারসমূহের ফেডারেশন বিপুল বাণিজ্যিক তথ্যের ভান্ডার তৈরীর পর গ্রাহকদের সে তথ্য প্রমাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করেছে। ভারতের ইনফরমেটিক্স লিঃ লুপ্ত সোভিয়েটের দেশসমূহে ১৫০ কোটি রূপীর ডাটাবেস তৈরী ও রপ্তানীর ফরমায়েশ হাতে নিয়ে বলেছে, হার্ডওয়্যার আমদানী ও সফটওয়্যার রপ্তানীর বাইরে নতুন জগৎ হিসাবে এসেছে ডাটাবেস।

সব তথ্যই বিক্রি হয়। অর্থলগ্নি করার মত সুযোগ ও ক্ষেত্রগুলোর তথ্যের চাহিদা হচ্ছে বাজারের মোট চাহিদার ৩৫ ভাগ। বাজারের চাহিদা ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করে পাওয়া তথ্যের চাহিদা ৩৯%। পেশাজীবীদের তথ্য চাহিদা ১৩%। বৈজ্ঞানিক ও করিগরী তথ্যের চাহিদা ১০%। ক্রেতাসাধারণের প্রয়োজন মিটানোর মত তথ্যেরও চাহিদা আছে (৩%)।

এক ডজন মার্কিন কোম্পানী Online information service শুরু করে দিয়েছে। চাওয়া মাত্র টেলিফোনে ও ই-মেইলে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেবার কারবারে আজ ক্রমবর্দ্ধমান একদল কোম্পানী নেমেছে অনলাইনে। অন্যদল মাল্টিমিডিয়া তথ্য সার্ভিসে। শেষোক্ত কোম্পানীগুলো টেলিফোন, ফ্যাক্স, কমপিউটার, যে মাধ্যমে দরকার সে মাধ্যমেই তথ্য যুগিয়ে যাচ্ছে। রয়টার বলেছে, এ উদীয়মান শিল্পটি অচিরেই মার্কিন রপ্তানী শিল্পে বড় অবদান রাখতে শুরু করবে। কণ্ঠস্বরে কিংবা মুদ্রিত ট্রান্সমিশন যেভাবে দরকার সেভাবে তথ্য গ্রহণ/প্রেরণের জন্য সাইমেন্স ও আইবিএম-এর যৌথ প্রয়াস ROLM নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে। কমপিউটার-টেলিফোনের যুক্ত প্রযুক্তি আবির্ভূত হলে, এই কারবার আরও জোরদার হবে। অনলাইন সার্ভিস হচ্ছে বিপণন ধারা। তথ্য সংগ্রহ, তথ্যগ্রন্থনা ও তার পুঞ্জীভূত ভাণ্ডার তৈরী হচ্ছে ডাটাবেস তৈরীর শিল্প। নিউজউইক মার্চ ২৮ সংখ্যায় বলা হয়েছে– আমেরিকার Prodigy, CompuServe, Delphi Internet, America Online, GEnie—এর মত অনলাইন সার্ভিসের তথ্য সংগ্রহ ও বিপণনের ক্ষেত্রে কোন তথ্যই আর বাদ রইলোনা। বেসবলের ভক্তরা এখন টেলিফোন তুলে চট করে জানতে পারে তাদের প্রিয় দলটির কোন খেলোয়াড় এ মুহূর্তে কী করছে। তারা ১০/১৫ ডলার ফী দিয়ে এসব সার্ভিসের সদস্য হয়ে অফুরাণ তথ্য পাচ্ছেন। এধরণের সার্ভিস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১২,০০০ ডাটাবেসের সাথে নিজেদের যুক্ত করে নিজেদের এক মহাসমুদ্র প্রতীম করে তুলছে, যার জলরাশি হচ্ছে তথ্য আর তথ্য।

ডাটাবেস সার্ভিসে ভারত এগিয়ে আসছে

বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড লিখেছে, শুনলে মনে হয় কোন দূরাগত স্বপ্ন। কিন্তু গত জানুয়ারী থেকে DARTNET ডাটাবেস সার্ভিস তার গ্রাহকদের হোটেল ও বিমানের রিজার্ভেশন হতে শুরু করে যাবতীয় ক্রেতা সহায়ক সেবা নিশ্চিত করছে কমপিউটার টার্মিনালে বসে। আর তার মাধ্যমে বিশ্বের ৮,৫০০ কোম্পানীর তথ্যের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে গ্রাহকরা। ৯টি বিজ্ঞান ডাটাবেসের সাথে সংযোগটা বাড়তি পাওনা।

তথ্য সংগ্রহ ও বিক্রির এ কারবার নতুন যুগের মহাকারবার হয়ে উঠছে। প্রতিদিন এই কারবারে নেমে পড়ছে বড় ছোট প্রতিষ্ঠান। শিল্পবণিক সমিতিসমূহের ভারতীয় ফেডারেশন (FICCI) গড়ে তুলেছে BISNET নামে তথ্য সংগ্রহ ও বিপণনের বিশাল নেটওয়ার্ক। রপ্তানীকারকদের তথ্যের চাহিদা সামনে রেখে ভারতের ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার শুরু করেছে "ট্রেডনিক"। জাহাজ ভাড়ার হার, জাহাজের আগমন নির্গমণের তথ্য, বিভিন্ন আমদানীকারক দেশের পরিচিতিমূলক তথ্য, নানা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আইনকানুন এদের কাছে চাওয়া মাত্র পাওয়া যায়।

ভারতের শেয়ার বাজারের কেন্দ্র দালাল ষ্ট্রীটের দালাল ষ্ট্রীট জার্নাল-এর প্রকাশনা গোষ্ঠী Dataline And Research Technologies বৃহত্তম ব্যবসায়িক ডাটাবেস DART-এ আরও ৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ভারতের Centre for Monitoring Indian Economy শীঘ্রই অনলাইনে যাবে। BI Infotech নামছে বাণিজ্য লক্ষীর অজস্র সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের জন্য।

১,২০০ ব্যাঙ্ক, লগ্নি প্রতিষ্ঠান, দালাল ও সংবাদপত্রের কাছে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত তথ্য বিক্রির জন্য DART কাজ শুরু করেছে। ইনভেষ্টমেন্ট ডিসিশন সাপোর্ট নেটওয়ার্কও একইভাবে লগ্নি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পরিবেশন করতে শুরু করেছে। ১৯৮৪ সন হতে শেয়ার বাজারের তথ্যাবলী সংরক্ষণ করে আসছে ২৫টিরও বেশী এমন ডাটাবেসকে নিয়ে কাজ করছে CIMM.

বোম্বেতে 2616666 আহমেদাবাদে 423333 কলকাতায় 647373 নম্বরে ফোন করুন। একটি মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে আসবে "Good morning, Ask Me, may I help you?" হ্যাঁ, সত্যিই তারা আপনাকে সাহায্যের হাত বাড়াবে। আপনি যদি কিছু কেনাকাটা করতে চান তবে আপনার অবস্থানের কাছাকাছি কোন্ কোন্ স্থানে তা পাওয়া যাবে তা জানতে পারবেন। হাসপাতাল, ক্লিনিকের খোঁজ জানতে চান? কোন অসুখের কোন ডাক্তার তার পরামর্শ চান? ওষুধ কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে? সবই জানতে পারবেন একটি মাত্র ফোন কল করে। পুনাভিত্তিক Ask Me Services ভারতে সীমিত আকারে এই অন-লাইন সার্ভিস শুরু করেছে ১৯৮৯ সাল থেকে। বর্তমানে সে দেশের ১৫টি শহরে এই সার্ভিস প্রসারিত।

Ask Me Services-এর বোম্বে অফিসের দৃশ্য। প্রতিদিন এই অফিসে অনুসন্ধানের জন্য ৬ হাজার টেলিফোন কল আসে।

ডস ৩.৩ ভিত্তিক এর ষ্ট্রাকচারড্ ডাটাবেসে খুব দ্রুত এবং সহজেই তথ্য লাভ করা যায়। প্রোগ্রামটি তাদের নিজেদেরই তৈরী। এতে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানীর অবস্থান, ফোন নম্বর, যোগাযোগ করার ব্যক্তির নাম, পণ্য ইত্যাদি বহু ধরণের তথ্য। আমেরিকার বোষ্টন ইউনিভার্সিটিতে প্রকৌশল ডিগ্রীপ্রাপ্ত রাকেশ আগারওয়াল সে দেশে এ ধরণের সেবা ব্যবসা দেখে এসে স্বদেশে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কেবল মাত্র ৩টি কয়েক 286 পিসি এবং টেলিফোন লাইনের উপর ভরসা করে বোম্বেতে দেশীয় অবয়বে Ask Me Service নামে এই অনলাইন সেবা প্রদান শুরু করেন। প্রথম বছরই তার আয় হয় ২.৫ কোটি রুপী। ১৯৯২-৯৩ তা দাঁড়ায় ৬.৫ কোটি রুপীতে।

কোম্পানীটির বোম্বে অফিসে রয়েছে ১২টি SIVA AT 286 পিসি। এখন যে সমস্ত শহরে কোম্পানীটির শাখা রয়েছে তার যে কোনটিতে ফোন করে অন্য শহরের যে কোন তথ্যও জানা যায়।

কোম্পানীটির আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে – যে সমস্ত কোম্পানীর নাম ডাটাবেসে রয়েছে তাদের কাছ থেকে বাৎসরিক চাঁদা নেয়া, তবে এরা যাঁরা চাঁদা দেননি তাদের নাম-ধামও গ্রাহক সেবার জন্য ডাটাবেসে রাখেন।

ভারতীয় চেম্বার ফেডারেশনের বিশাল BISNET সবার উপরে। বাণিজ্য বিষয়ক সর্বশেষ সরকারী নীতির পুরাদস্তুর বিবরণ তাতে পাওয়া যায়। পাওয়া যায়, প্রযুক্তির উৎসসমূহের সন্ধান। BISNET হয়ে উঠতে চাইছে ব্রহ্মাণ্ড তথ্য পুরী– যাতে NIC, ESCAP, UNCTAD-এর মত জোট ও সংস্থার তথ্যাবলী এসে হাজির হবে এ ভারতীয় নেটওয়ার্কে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-চেম্বার-সরকার নীরব

বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম চেম্বার এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের কাজ খুব প্রাথমিকভাবে শুরু করেছে। এ সকল ডাটাকেন্দ্রের সাথে অনলাইন তথ্য গ্রহণের সুযোগ যুক্ত হলে বাংলাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য তথ্যের ডাটাবেস গড়ে তোলা যায়। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে সহায়তা প্রদানে আগ্রহী।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার Central database গড়ে তোলার পরিকল্পনাও পড়ে আছে দীর্ঘকাল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয় তথ্য সংরক্ষণ, প্রসেসিং ও কাজে লাগানোর ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী হচ্ছেনা। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের শিক্ষা, অর্থনীতি ও শিল্প বাণিজ্যের জন্য ডাটাবেস গড়ে তুলছে সে সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বাংলাদেশে মেইনফ্রেম সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেইনফ্রেম কমপিউটার পড়ে আছে। শুনা যায়, তাতে কেউ কেউ ব্যক্তিগত কনসালটেন্সীর হাবিজাবি কাজ করে ছুট পয়সা কামান। এটাকে আড়াল করার জন্য শিশুতোষ প্রোগ্রাম শেখানোর একটা অমনোযোগী কোচিং চলে। এই মেইনফ্রেম ভাল থাকুক মন্দ থাকুক বছরে লাখ লাখ টাকা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ দিতে হয়। অথচ মেইনফ্রেমটির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দফতর ও বিভাগকে টার্মিনালে যুক্ত করে দিয়ে এখানে একটি অসামান্য ডাটাবেস গড়ে তোলা যেতো। কমপিউটার টার্মিনালগুলো বিশ্বের জ্ঞানপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত হতে পারতো ফিলিপাইনের মত। সভ্যতা ও ভবিষ্যত পিয়াসী এসব কাজ ফেলে রেখে ঢাকা ভার্সিটি তরুণ ও প্রবীণ মেধা অপসংস্কৃতি, রাজনীতির বৃদ্ধউৎসব করছেন।

ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনোক্কোর সহায়তায় শিক্ষা-গবেষণা নেটওয়ার্ক

ইউনোক্কোর ৮০,০০০ মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তায় ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় তার কোয়েজন সিটি ক্যাম্পাসে একটি ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করছে।

এ কমপিউটার নেটওয়ার্কটি স্থাপনের ফলে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি, গবেষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পর তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সেন্টারটিকে প্রধান নোড হিসাবে ধরে সকল বিভাগকে এর সাথে যুক্ত করা হবে। এর সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান ছাড়াও ই-মেইল, ফাইল ট্রান্সফার এবং অন- লাইন ডাটাবেজ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে। এটিকে ইন্টারনেটের সাথেও যুক্ত করা হবে যাতে করে ব্যবহারকারিগণ আন্তর্জাতিক ডাটাবেসসমূহ থেকে অন-লাইনে সার্ভিসসমূহের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

২০০০ সনের মধ্যে ফিলিপাইনস নব্য শিল্পায়িত দেশসমূহের (NIC) কাতারে উন্নীত হবার লক্ষ্য নিয়ে জনশক্তিকে বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার জন্য যে সকল কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, এই নেটওয়ার্ক হচ্ছে তার অন্যতম দিক।

সামান্য ফী নিয়ে ডাটাবেস সার্ভিসঃ মুনাফা আকাশচুম্বী

ভারতে ডাটা বেসের সার্ভিস ও প্যাকেজের খরচ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন। শেয়ার বাজারের ব্রোকার ও লগ্নি প্রতিষ্ঠান DART-এর প্যাকেজের দাম ১০ হাজার রূপী হতে ১ লক্ষ রূপী। আমেরিকার সফটওয়্যার নির্মাতা, ইকুইটা ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে চুক্তিভিত্তিতে ভারতের DART আন্তর্জাতিক ডাটাবেস Metastock-এর তথ্যভাণ্ডারের তথ্যরাজি বিপণনের অধিকার পেয়েছে। BI Infotech Database Service-এর গ্রাহকচাঁদা মাসে ১,০০০ রূপী। একটি সামান্য ফী দিয়ে DART-এর ই-মেইল সেবা নেওয়া যায়। বৎসরে ই-মেইলের জন্য ভাড়া ১,২০০ রূপী। প্রথম দফায় ১,৫০০ রূপী দিতে হয়।

বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের কমপিউটারে ১৫২টি কোম্পানী, ৬টি মিউচুয়াল ফাণ্ড ইউনিট ও ৬টি ডিবেঞ্চারের বিপুল তথ্য সমাবিষ্ট হয়েছে। এ কমপিউটার যারা পরিচালনা করেন, তারা স্টক এক্সচেঞ্জের সাময়িকী ও বার্ষিক রিপোর্টের জন্য সমগ্র তথ্যাবলী নতুনতর ভঙ্গিতে পুনঃপৌণিক উপস্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। এর ফলে সেখানে কার্যকর একটি ডাটাবেস গড়ে উঠেছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি এ ডাটাবেসের পরিসেবা প্রতিদিন পান। এখানকার প্রোগ্রামার ও কাউন্সিলারগণ নিজেদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে যে বিশ্লেষণ ও ধারণা বিভিন্ন জনকে প্রদান করেন, তা একটি শাখায় কমপিউটার ও টেলিফোনে পুনর্বিন্যস্ত করা হলে গ্রাহকসেবা দেবার মত অনলাইন সার্ভিস গড়ে উঠতে পারে।

ভারতের চিত্র নারায়ণ ও আরতী দুয়া লিখেছেন, যেভাবেই চিন্তা করুন ডাটাবেস পরিসেবা এক আকর্ষণীয় ব্যবসায়িক উদ্যম। ভারতীয় চেম্বার ফেডারেশন ৬০ লাখ রূপী ব্যয় করে ডাটাবেজ তৈরীর পর ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা বাবদ ২০ লাখ রূপী পেয়ে গেছে, ১৯৯৩ সনে। ১৯৯৪-র প্রথম দিকে আরও ২০ লাখ রূপী আয় হয়েছে। এ বছরের মধ্যে তাদের সমুদয় বিনিয়োগ উঠে আসবে। চেম্বার ফেডারেশন আরও ৪ কোটি টাকা এখাতে ব্যয় করার পদক্ষেপ নিয়েছে। BI Infotech-এর তিলক সরকার বলেছেন, তাঁদের কোম্পানী ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কাজে নেমেছে। তাঁর ভাষায় আমরা স্বর্ণ খনি না হোক তাম্রখনি পেয়ে গেছি নির্ঘাৎ। তথ্যই যে অর্থ সেই পুরাতন প্রবাদ আবার সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বিজনেস ইন্ডিয়া (BI) অনলাইন ডাটাবেসের aXcess সাথে ব্যক্তি গ্রাহকের চাহিদানুযায়ী ই-মেইল প্রবর্তন করেছে জুন মাসে। মাত্র একটি পিসি, একটি মোডেম, একটি টেলিফোন লাইন নিয়ে এর গ্রাহক হয়ে স্থানীয় ও দেশীয় চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা যায়। সফটওয়্যার আপন নিয়মে গ্রাহকদের বুকিং নেয়, aXcess নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে। তারপর গ্রাহকরাই প্রয়োজনানুযায়ী এদের ভাণ্ডার থেকে তথ্য খুঁজে নেন। ব্যবস্থাটি এত সহজ, যিনি জীবনে কখনো পিসি বা মোডেম ব্যবহার করেননি, তিনিও সহসা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

আগাম তথ্যভাণ্ডার গড়ে নিয়ে বেচতে যাওয়ার পথ ধরেনি এরা। ভারতীয় চেম্বার ফেডারেশনও গ্রাহকদের চাহিদানুসারে তথ্য দিতে দিতে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তাতে তা নিম্নতম ব্যয়ে গড়া সম্ভব হয়েছে গ্রহকদের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত ডাটাবেস।

aXcess-এর গ্রাহকগণ ই-মেইলের একটি বক্স নম্বার পান, পেশাজীবীসহ নানা ব্যক্তি এই অন-লাইন ডাটাবেসের সদস্য। দূর শহর কিংবা বিদেশের যেকোন ই-মেইল ব্যবহারকারীর (যাদের সংখ্যা ২ কোটি) কাছে সামান্য খরচে বার্তা প্রেরণ ও তার কাছ থেকে তথ্য লাভের একটা ডাটা এক্সচেঞ্জের রূপ নিয়েছে aXcess. যারা aXcess-এর গ্রাহক নন তাদের সাথেও এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। এর মাধ্যমে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ফ্যাক্স ব্যবহারকারী, ২০ লক্ষ টেলেক্স ব্যবহারকারী, ২ কোটি ই-মেইল গ্রাহকসহ অনেকগুলো ডাটাবেসের নাগাল পাওয়া সহজ।

আমেরিকার অনলাইন সার্ভিস

আজ ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠছে সমাজ, অর্থনীতি, বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু – ডাটাবেস ও তার কমিউনিকেশন সে চাহিদা মিটায় ব্যক্তিগ্রাহকদের চাহিদাকে উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এ সকল প্রতিষ্ঠান।

আমেরিকার বৃহত্তম অনলাইন সার্ভিস প্রডিজি (Prodigy) ই-মেইল, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনার পরামর্শ, বিশ্বকোষ ও সফরকারীদের তথ্য খ্যাতনামা উৎসগুলো থেকে আহরণ ও প্রচার করে। মাসে ১৫ ডলার ফী দিয়ে যে কেউ এ সেবা হাজার লাখবারও ব্যবহার করতে পারে। মাইক্রোসফট বেসবল পাগল দর্শকের প্রতি মুহূর্তে খবর ও তথ্য প্রদানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমেরিকা অনলাইন-এর গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে ৬ লক্ষ হয়েছে গত ৬ মাসে। গ্রাহক বেশী হয়ে যাওয়ায় এর ডাটাবেস-এর লগ করতে অপেক্ষা করতে হয় গ্রাহকদের। ই-মেইলে বিশ্বখ্যাত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, শিশুদের জন্য ক্লাশ ইত্যাদি মাত্র ১০ ডলার চাঁদা দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে মাসে প্রতিদিন ৫ ঘণ্টার জন্য এ সংযোগ কাজে লাগানো যায়। বাড়তি ঘন্টার জন্য ৩ ডলার করে অর্থ ব্যয় করতে হয়।

মাসে ৯ ডলার দিয়ে ৪ ঘন্টার সার্ভিস দেয় জিইনি। ডও জোনস্সহ শেয়ার বাজার বিশ্লেষণকারী সংস্থার সার্ভিস এরা ঘরে ঘরে পৌঁছায়। ডেলফি মাসে ১০ ডলার ফী নিয়ে রয়টারের সংবাদ, অনুবাদের সহায়তা, সিনেমা আলোচনা, অনলাইনে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের সাথে ভাববিনিময়ের সুযোগ দেয়।

ডেলফি ইন্টারনেটসহ বেশ কিছু কোম্পানী ইন্টারনেট-এর সাথে সরাসরি সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয় গ্রাহকদের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রকাশনা সংস্থাসহ এপলের মত প্রতিষ্ঠানও অনলাইনে আসছে এ আশা নিয়ে – তাদের প্রত্যেকের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়াবে ২০ লাখ। প্রত্যেক খ্যাতনামা প্রকাশক কাগজে মুদ্রিত পত্রিকা কমপিউটারে অনলাইনে আনছে। অনলাইনে আসছে লস এঞ্জেলস টাইমস, শিকাগো ট্রিবিউন, নিউ রিপাবলিক, ইউএসএ টুডে, ওয়াশিংটন পোষ্ট, নিউজ উইক, ওয়ালষ্ট্রীট জার্নাল।

তথ্য ও ডিজিটাল যুগে আরও উন্নত মেধাবুদ্ধি ও প্রযুক্তি নিয়ে নবাগতরা নামবে অনলাইনে। এর মধ্যে কারা স্থায়ীভাবে বিকাশ লাভ করবে, তা এখনও দেখার বিষয়।

১২,০০০ কোটি ডলারের শিল্পে ১২,০০০ কোম্পানী ঃ অন্ধকারে বাংলাদেশ, দুর্ভাগ্য জনগণের

কোটি কোটি গ্রাহক, অজস্র অনলাইনকে সামনে রেখে তথ্যযুগে তথ্য আহরণ ও তথ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি-নবযুগের শিল্প হয়ে উঠছে। তারই এ শিল্প ১,২০০ কোটি ডলারের শিল্পের পরিধিতে চলে যাবে। ডাটাবেস তৈরীতে নেমে পড়েছে ১২,০০০ কোম্পানী। এসব ডাটাবেস তৈরীর জন্য কী অপরিমেয় ডাটা এন্ট্রির কাজ দরকার পড়ছে তা সহজেই অনুমেয়। মেক্সিকো, ব্রাজিল, ফিলিপাইনস এ ধরনের কাজ পেয়েছে প্রচুর। এ কাজ আসছে ভারতেও। ডাটাবেস তৈরী করার

(২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

ক. জ.ঃ চট্টগ্রাম প্রদর্শনীর আহ্বায়ক হিসেবে আপনার কি বিশেষ কিছু বলার আছে?

মো. জ.ঃ অবশ্যই। আমি বরাবরই বিশ্বাস করি কমপিউটারের প্রসার একটি আন্দোলন। আমরা সকল প্রদর্শনীর আয়োজনই করি এই লক্ষ্য সামনে রেখে। চট্টগ্রামের প্রদর্শনীকে আমরা সকলে মিলে সফল করতে পারলে এই আন্দোলনে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবো। আমি সমিতির পক্ষ থেকে সকলের কাছে এই প্রদর্শনী সফল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবার আহ্বান জানাই। বিশেষ করে চট্টগ্রামের কমপিউটার অনুরাগীদের কাছে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ রাখছি। একটি নতুন শতাব্দী আমরা চট্টগ্রামে প্রদর্শনী আয়োজন করার মধ্য দিয়ে শুরু করছি। চট্টগ্রামের অনেক সূচনাই পরিণতিতে সফল হয়েছে, আশা করি আমাদের নতুন শতকও আমাদের জন্য প্রযুক্তির শতক হবে। *

১২,০০০ ডাটাবেস

(১২ নং পৃষ্ঠার পর)

সামর্থ যাদের নেই, তাদের জন্য আছে এর ডাটাএন্ট্রির কাজ করার সুযোগ। এখন ডাটাবেস হচ্ছে পৃথিবীর সব গ্রন্থনাকে কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগের মধ্যে পুনরুপস্থাপনের কাজ। পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতিবসু তার সচিবালয়কে সম্পূর্ণরূপে কমপিউটারাইজ করে নিচ্ছেন। তাঁদের সরকারী ডাটাবেস গড়ে উঠবে দিল্লীর সমান্তরালে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অহংবাদী নেতৃত্ব জাতিকে এক্ষেত্রেও দীনহীন করে দেশে দেশে যাচ্ছেন নগদ সহায়তা ভিক্ষা করতে। এর নাম জাতীয়তাবাদ!

প্রকৌশল, চিকিৎসা, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ডাটাবেস গড়ছে নানা জাতি। 'India has all the resources best suited for a manpower intensive jobs such as data base production abundant low cost intellectual manpower and entrepreneurial spirit'— ডাটাকোয়েষ্ট তার দেশকে এভাবে তুলে ধরছে। তারা দুঃখ করেছে, বিশ্বে বিদ্যমান ৮০০০ বৃহৎ ডাটাবেসের একটিও তৈরী করেনি ভারত। কিন্তু এখন ভারতে অর্ধশত ডাটাবেস গড়ে ওঠার কাজ শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে এ কাজ করার ক্ষমতা আছে চেম্বার, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, পরিকল্পনা কমিশন, উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার! কিন্তু এসব দিকে দিকনির্দেশনা প্রদান, অবকাঠামো তৈরী, সহায়তা এবং প্রাথমিক ঝুঁকি সামলানোর সাহস দিতে হয় রাষ্ট্রকে। উদাসীন ক্ষমতাগুলো বাংলাদেশে ক্ষমতা যাপন করছে। সংকট লালন করছে। একবারও সমস্যা নিরসনে ভবিষ্যৎ পিয়াসী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াচ্ছেনা। এ দুর্ভাগ্য জনগণের ও দেশের। কিন্তু এ অপরাধ সরাসরি সেই রাজনীতিক ও প্রশাসকদের যারা বার্ষিক ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার চালিয়েও এ খাতটির জন্য ৫টি কোটি টাকাও ব্যয় করেন না। *

সাফল্যের ধারায় Acer

(২১ নং পৃষ্ঠার পর)

'গো' থিওরি ঃ কমপিউটারের প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসার বাজারে এসারের অবস্থান নিশ্চিত করতে ষ্টান শিহ্ নতুন এক থিওরির প্রবর্তন করেছেন সেটি হলো 'গো' থিওরি। এই থিওরির প্রাণ– 'প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের পণ্যের উন্নতি' এবং এর অন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো মাঝখান দিয়ে শুরু না করে এক কোন থেকে শুরু করা। ধরা যাক ব্যবসার কথা– এক্ষেত্রে এসার তার যাত্রা শুরু করেছে ছোট বাজার দিয়ে তারপর পূর্ণ সামর্থ্য অর্জন শেষে বড় বাজার দখলে হাত বাড়িয়েছে।

'গো' থিওরি প্রয়োগের বেলায় দুটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ কোম্পানীর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হবে অতঃপর এটির বিস্তৃতিতে মনোযোগ দিতে হবে এ কারণেই দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা বিরোধী 'গো' থিওরির কৌশলগত প্রয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী বলেন, 'গো থিওরি ভিত্তিক আমাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এমনই যে আমরা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও তা বড় ধরনের কোন ক্ষতির কারণ হয় না অথচ দ্রুত বেড়ে উঠার মানসিকতা সম্পন্ন মার্কিন কোম্পানীগুলোর একটি ভুল পদক্ষেপ তাদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়।'

'গো' থিওরিকে পুঁজি করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কোম্পানীকে সুসংগঠিত করছে ষ্টান শিহ্। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য তথ্য প্রযুক্তির বাজারে পাকাপোক্ত শীর্ষ আসন দখল। *

বিসিএস শো চট্টগ্রাম উপলক্ষ্যে বিবৃতি

'কমপিউটারের শুল্ক কমানো হোক'

– বিসিএস

চট্টগ্রামে দু'দিন ব্যাপী কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন ঘোষণা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এ, এইচ, কফি এবং বিসিএস কমপিউটার শো চট্টগ্রাম '৯৪-এর আহ্বায়ক মোস্তাফা জব্বার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন –

"আগামী ৫ ও ৬ মে, ১৯৯৪ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি চট্টগ্রামে একটি কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। আমরা মনে করছি এই প্রদর্শনীটি চট্টগ্রামের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা কামনা করছি বাঙালী জাতির জন্য এই নতুন শতাব্দীটি প্রযুক্তির শতাব্দী হোক। চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে চট্টগ্রামের গুরুত্বকে যেমনি মনে রেখেছি তেমনি চট্টগ্রামের কমপিউটার বাজারকে সম্প্রসারণের কথাও ভেবেছি। আমাদের বিশ্বাস চট্টগ্রামবাসী স্বচক্ষে কমপিউটারের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারার ফলে চট্টগ্রামে কমপিউটার প্রচলন আরো ব্যাপক হবে।

আমাদের দেশে কমপিউটারের প্রচলন অনেক আগে শুরু হলেও সর্বস্তরে এর ব্যবহার এখনো ব্যাপক হয়নি। দু'য়েকটি খাত বাদে কমপিউটারের প্রচলন এখনো শৈশবাবস্থায়ই রয়েছে। বস্তুত আমরা কমপিউটার বিক্রেতারা দীর্ঘদিন যাবত নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দেশে কমপিউটারের ব্যাপক প্রচলনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। দেশে সরকারীভাবে কমপিউটার প্রচলনের জন্য কমপিউটার কাউন্সিল গঠন করা হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি আশানুরূপ কাজ করছে না। সরকার এখনো কমপিউটার প্রচলনের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করেনি। দাতাদেশসমূহ ও বিভিন্ন মহলের চাপে সরকারীখাতে কমপিউটারের প্রচলনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য সেসব উদ্যোগ সফল হতে পারছে না। আমাদের ক্রমাগত দাবীর মুখেও এখনো কমপিউটারকে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত করা হয়নি। বরং কমপিউটারের অনেক যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য নানা অজুহাতে বিভিন্ন উচ্চহারে শুল্ক আদায় ও হয়রানি করা হচ্ছে। কমপিউটারের সফটওয়্যারের উপর এখনো শুল্ক বিদ্যমান। কমপিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্র ইউপিএস, কমপিউটার প্রিন্টারের রিবন ও টোনার এবং কমপিউটারের আরো অনেক ব্যবহার্য জিনিসের উপর উচ্চহারে শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। দেশে কমপিউটার সফটওয়্যারের উন্নয়ন ও বিদেশে রফতানীর জন্য কপিরাইট আইন প্রনয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়নি। সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, ই-মেইল ও কমপিউটার সার্ভিসেস রপ্তানী করার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করার ফলে এই খাতে আমরা এগুতে পারছি না। বছরের পর বছর ধরে আমরা দেশে কমপিউটার শিক্ষার প্রসার দাবী করে আসছি। সরকার এ বছর স্কুল-কলেজ স্তরে কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের কথা বললেও বাস্তবে এই উদ্যোগ কতোটা সফল হবে তা বলা কঠিন। এখনো সরকারী অফিস, ব্যাংক, আদালত ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে কমপিউটারের প্রয়োগ শুরুই হয়নি। অথচ একমাত্র কমপিউটারের প্রচলনই আমাদের প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, সচল ও সজীব করতে পারে।

আমরা গত নভেম্বর মাসে ঢাকায় প্রথম কমপিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করি। সেই প্রদর্শনীতে আশাতীত সাড়া পাবার পর চট্টগ্রামে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। এ বছরের শেষ দিকে আমরা ঢাকায় আরো একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবো। এসব প্রদর্শনীর আয়োজনের লক্ষ্য একটিই– জনগণের কাছে কমপিউটার প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়া, জনগণকে কমপিউটার সচেতন করে তোলা।

চট্টগ্রামের এই প্রদর্শনীর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে গণমাধ্যমের উপর। আমরা এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবো বলে আশা করছি।" *

কমপিউটার জগৎ আপনার হাতের মুঠোয় থাকলে কমপিউটারের সমগ্র জগতটাকে আপনি জানতে পারবেন।

চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি

চট্টগ্রামবাসী কমপিউটারকে ভালবাসেন, ভালবাসেন **কমপিউটার জগৎ**-কেও। চট্টগ্রামবাসীরা এবং চট্টগ্রামের প্রায় সকল পত্র পত্রিকা কমিউটার জগৎ– এর বিভিন্ন কার্যক্রমকে সব সময়ই ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। আপনাদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আমরা চট্টগ্রামে আমাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে পারিনি, সীমিত সামর্থের কারণে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের বেশীরভাগ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যিনি সব সময় নীরব ও সরব সমর্থন জানিয়েছেন তিনি কমপিউটারে বাংলা প্রসারের অগ্রপথিক–মোস্তাফা জব্বার। তাঁর ব্যবস্থাপনায় বিসিএস আগামী ৫ ও ৬ মে চট্টগ্রামে যে প্রদর্শনী করতে যাচ্ছে তা আপনাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করবে। চট্টগ্রামবাসী ও চট্টগ্রামের **কমপিউটার জগৎ**– এর পাঠক-পাঠিকা এবং কমপিউটার অনুরাগীসহ সকলকে প্রদর্শনী উপভোগ করার এবং দেশ ও বিদেশের কমপিউটার প্রযুক্তির সান্নিধ্য লাভ করার আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

– কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ